প্রথম আলো

তারিখ ... 13 MAY 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ২০ ... কলাম ... ২ ......

# হরতালে তছনছ শিক্ষাপঞ্জি সংকটে চার কোটি শিক্ষার্থী

মোশতাক আহমেদ ●

একের পর এক হরতাল ও রাজনৈতিক অস্থিরতায় দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় স্থবিরতা নেমে এসেছে। সারা বছরের জন্য করা শিক্ষাপঞ্জি (একাডেমিক ক্যালেন্ডার) পাঁচ মাসেই ওলট-পালট হয়ে গেছে। ক্লাস-পরীক্ষা পিছিয়ে গিয়ে চরম সংকটের মুখে পড়েছে প্রাথমিক থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত প্রায় চার কোটি শিক্ষার্থী।

> বেশি বিপদে এইচএসসি আর ও-এ লেভেলের পরীক্ষার্থীরা

সবচেয়ে বিপদের মুখে আছে চলমান উচ্চমাধ্যমিক (এইচএসসি) ও সমমানের প্রায় ১০ লাখ শিক্ষার্থী। হরতালের কারণে একের পর পরীক্ষা পিছিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে ছয় দিনের পরীক্ষা পিছিয়ে গেছে। একই সঙ্গে ৭ মে শুরু হওয়া 'ও' এবং 'এ' লেভেলের পরীক্ষার্থীরাও পড়ছে সংকটে। হরতালের কারণে তাদের গভীর রাতেও পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। ৮ ও ৯ মে দিনের বেলায় হরতাল থাকায় ওই দুই দিন রাতে পরীক্ষা গ্রহণ করেছে ব্রিটিশ কাউন্সিল। এর মধ্যে বেলা ১১টার পরীক্ষা নেওয়া হয় সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় এবং তিনটার পরীক্ষা নেওয়া হয় রাত পৌনে ১২টায়। শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকেরা আশঙ্কা করছেন, সামনে লাগাতার হরতাল বা অবরোধ হলে বাংলাদেশের পরীক্ষা বাতিল হয়ে যাবে। এতে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা এক সেশন পিছিয়ে পড়বে। আগামী জুনের মাঝামাঝি শেষ হবে 'ও' এবং 'এ' লেভেলের পরীক্ষা।

শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তারা বলেছেন, শিক্ষাকার্যক্রম নিয়ে তাঁরা উদ্বিগ্ন। এ বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোকে আরও দায়িত্বশীল হওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন তাঁরা।

জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ *প্রথম আলোকে* বলেন, 'হরতাল ও রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে শিক্ষার সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে। শিক্ষাপঞ্জি তছনছ হয়ে যাচ্ছে। পরীক্ষা পিছিয়ে যাওয়ায় ফল প্রকাশেও দেরি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। শিক্ষার্থীরাও মানসিকভাবে ভেঙে পড়ছে। হরতালের নামে ভবিষ্যৎপ্রজন্মের সঙ্গে অপরাধ করা হচ্ছে। আমরা বহুবার আবেদন করলেও তারা সাড়া দেয়নি। তাই আবারও এই সর্বনাশা পথ থেকে সরে আসার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানাই।'

শিক্ষামন্ত্রী জানান, বর্তমানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে মোট শিক্ষার্থী প্রায় তিন কোটি ৬৮ লাখ। উচ্চশিক্ষায় আছে প্রায় ২০ লাখ। এ ছাড়া অন্যান্য স্তরে আরও অনেক শিক্ষার্থী আছে।

শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তারা *প্রথম আলোকে* বলেন, গত জানুয়ারি মাসে নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হলেও পাঁচ মাসে স্বাভাবিকভাবে শিক্ষা কার্যক্রম চলেনি। শিক্ষাপঞ্জি অনুযায়ী সিলেবাস শেষ করে পরীক্ষা নেওয়া যাবে কি না, তা নিয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা শঙ্কিত। এবার নতুন শিক্ষাক্রমে (কারিকুলাম) পাঠ্যপুস্তক

**এরপর পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৫**

## হরতালে তছনছ শিক্ষাপঞ্জি, সংকটে চার কোটি শিক্ষার্থী

**শেষ পৃষ্ঠার পর**

হওয়ায় শিক্ষার্থীরা এমনিতেই কিছুটা পিছিয়ে আছে। কারণ, সিলেবাস দেরিতে তৈরি হয়েছে। এ জন্য বছর শেষে পরীক্ষা হলেও সিলেবাস ভালোভাবে শেষ করা যাবে না। বিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে ঠিকমতো ক্লাস না হওয়ায় অনেক শিক্ষার্থী কোচিং ও প্রাইভেটের ওপর আরও বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে।

ধানমন্ডিতে অবস্থিত গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীপড়ুয়া এক ছাত্রের অভিভাবক *প্রথম আলোকে* বলেন, বিদ্যালয়টিতে ফেব্রুয়ারি মাসে এসএসসির কেন্দ্র থাকায় এমনিতেই দীর্ঘদিন ক্লাস হয়নি। এবার সিলেবাসও দেরিতে দেওয়া হয়েছে। তাই সিলেবাস শেষ করা যাবে কি না, তা বলা কঠিন।

নামীদামি বিভিন্ন বিদ্যালয় ছুটির দিনে ক্লাস নিয়ে ক্ষতি পোষানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু তাতেও খুব বেশি কাজ হচ্ছে না। কারণ, অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সাপ্তাহিক ছুটি এক দিন। কিন্তু এখন 'অস্বাভাবিক বন্ধ' থাকছে সপ্তাহে একাধিক দিন।

**এইচএসসি পরীক্ষা:** গত ১ এপ্রিল থেকে সারা দেশে শুরু হয়েছে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা। এবার সারা দেশে মোট পরীক্ষার্থী ১০ লাখ ১২ হাজার ৫৮১ জন। কিন্তু এই পরীক্ষার্থীদের এবার কোন দিন হরতাল সে দিকেই বেশি মনোযোগ দিতে হচ্ছে। হরতালের কারণে গত ৯, ১১, ২৩ ও ২৪ এপ্রিল এবং ৯ ও ১২ মের পরীক্ষা স্থগিত করতে হয়েছে। স্থগিত এসব পরীক্ষার নতুন তারিখ নির্ধারণ করতে গিয়েও শিক্ষা বোর্ডগুলো হিমশিম খাচ্ছে। এ জন্য একবার সময় পরিবর্তন করে আবারও হরতালে পেছানো হচ্ছে। গতকালের হরতালের পর আবার কাল মঙ্গলবার হরতাল ডেকেছে জামায়াত। এই দিন এইচএসসি পরীক্ষা আছে। বারবার পরীক্ষা পিছিয়ে যাওয়ার কারণে পরীক্ষার্থীরাও মানসিকভাবে ভেঙে পড়ছে, অনেকের পরীক্ষাও খারাপ হচ্ছে।

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের শিক্ষার্থী সাবির নূর *প্রথম আলোকে* বলে, 'আমরা পূর্বনির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী প্রস্তুতি নিই। কিন্তু হরতালের কারণে যখন পরীক্ষা পিছিয়ে যায়, তখন প্রস্তুতিটা শেষ হয়ে যায়। এ ছাড়া আরেকটি সমস্যা হলো হরতালে পরীক্ষা হবে কি হবে না, এ নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকতে হয়। পরীক্ষার ঠিক আগের দিন জানানো হয় হরতালে পরীক্ষা হবে কি না। এসব কারণে পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটে। যার ফলে পরীক্ষা খারাপ হয়।'

শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তারা বলছেন, এইচএসসি পরীক্ষা বেশি পিছিয়ে গেলে ফল প্রকাশও দেরি হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ওপর এর প্রভাব পড়বে। কারণ, এইচএসসি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরাই উচ্চশিক্ষার পথে পা বাড়াবেন।

অভিভাবক ঐক্য ফোরামের সভাপতি জিয়াউল কবির বলেন, পরীক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা করে রাজনৈতিক কর্মসূচি দেওয়া উচিত।

এর আগে গত ফেব্রুয়ারি মাসে হরতালের কারণে এসএসসি পরীক্ষা ছয় দিন পেছাতে হয়।

**পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়:** জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সারা দেশে আড়াই হাজার কলেজে প্রায় ১৪ লাখ শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছেন। হরতাল ও রাজনৈতিক অস্থিরতায় তাঁরাও পিছিয়ে পড়ছেন। তবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান কর্তৃপক্ষ হরতালের মধ্যেও পরীক্ষা নেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু এটা হিতে বিপরীত হওয়ার আশঙ্কা আছে। কারণ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সরাসরি কোনো শিক্ষা দেয় না। তারা শুধু সারা দেশের কলেজগুলোর উচ্চশিক্ষা দেখভাল করে। তাই হরতালের মধ্যে পরীক্ষা নেওয়ার কারণে সারা দেশে কোথাও কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে এর দায়দায়িত্ব কার হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

হরতালে পরীক্ষা নেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও। সেখানেও পরীক্ষার্থীদের আসা-যাওয়ার সময়ে অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু ঘটা নিয়ে আতঙ্কে থাকেন শিক্ষার্থীরা।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ক্লাস-পরীক্ষা পিছিয়ে গিয়ে সেশনজট লাগতে শুরু করেছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সূত্র জানিয়েছে চলতি বছর মাত্র এক মাসের মতো ক্লাস হয়েছে। এ অবস্থায় সেখানকার শিক্ষার্থী ও শিক্ষকেরা সেশনজটের আশঙ্কা করছেন। একই অবস্থা অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও।